করোনা, মানুষ ছাড়া কে গাইবে স্বর্গ-মর্তের সাধনে?

শামস্ রহমান

তুমি এখনও অস্পৃশ্য, আমার দূর্বীন-বিহীন দৃষ্টিতে,
শুধু দেখি তোমার উত্তাপহীন হিংস্র আঘাতে লাশের মিছিল;
দেখি প্রিয় মানুষের চোখে অন্তহীন ভয়,
এখন ভীষণ দুঃসময়।।

আমি নিশ্চিত তুমি দাঁড়িয়ে আমার দ্বারে,
তোমার দিগন্ত বিস্তীর্ণ দুহাত বাড়িয়ে.
তোমার অচেনা অজানা অনাদৃত আলিঙ্গনে;
কোন এক অনিশ্চিত লগ্নে
আমিও হব শিকার;
যেভাবে করেছ বিস্তার পূর্ব-পশ্চিম গোলার্ধের সমাজ-সংসার।।

জগত জুড়ে প্রমোদভ্রমণে
তোমার এতটুকু বাঁধে না রাজনৈতিক সীমারেখা লংঘনে!
চলমান বিশ্ব-সংসারের ঐক্যনাশে জুড়ি নেই তোমার পাশে।
এই সেদিনও অন্ধগলির অপুষ্টি বস্ত্রবালিকা-শ্রম রঙ্গিয়েছে বিশ্ববাজার;
এই সেদিনও রক্তে রাঙ্গানো কাশ্মিরী গিলাপ ছেয়েছে বিশ্বাকাশ;
এই সেদিনও প্রণয়িণীর প্রিয় ফুল শিশু-শ্রম ঘামে পৌঁছে গেছে পশ্চিমে;
আজ তোমার আগমণে বিশ্বায়ানে লেগেছে মহাসংকট।।

তুমি চেঙ্গিস নও,
তুমি আতিলাও নও,
নও তুমি সত্তরের জ্বলৌচ্ছাস।
তুমি আস গোপনে বুকে চেপে দীর্ঘশ্বাস,
তুমি আস নীরবে বিনম্র বেশে,
তুমি আস সঙ্গীহীন, রণসজ্জায় সজ্জিত সেনাদল বিহীন।
তবুও তোমার আগমণ বার্তা আতিলা থেকেও আতঙ্ককর,
তোমার ধ্বংসের বিমূর্ত-বিভীষিকা চেঙ্গিস থেকেও ভয়ঙ্কর।

তবে, রাজপ্রাসাদ, জনপথ, নগর-বন্দরে- মোহ নেই মোটেই;
ধন-সম্পদ, মণি-মূক্তা –
এসবের প্রতি তোমার আজন্ম অবহেলা,
তোমার শুধুই মানুষের প্রাণ নিয়ে খেল।।

করোনা, মনে পরে!
মহান পরিকল্পকের অভিপ্রায়ে আটচল্লিশ প্রহরে;
এমনি একদিন সৃষ্টি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড -
কাদামাটি আর দূব্বা ঘাসের ঘ্রাণে গড়লো সবুজ প্রান্তর;
সাগরের জল ঢেউয়ের তালে আগলে রাখলো অন্তর;
পাহাড়ের গা ভেসে জলধারা এসে একেঁ দিল বিচিত্র আলপণা;
পলির পরশে ফুটল ফুল,
প্রজাপতি উড়লো, দলে দলে ফুল থেকে ফুলে;
ভালবাসায় পাখিরা বাঁধলো বাসা।
অবশেষে, নীলের বেশে আকাশ এসে ঢেকে দিল সাজানো বাগান।।

এত আয়োজন!
নিখুঁত সংযোজন!
তথাপি কিসে যেন অতৃপ্তি! কোথায় যেন কমতি!
চিত্রণের পূর্ণাঙ্গতায় অতঃপর সৃষ্টি হল মানুষ;
আমার পিতামহ, পিতা –
আমার পূর্ব পুরুষ।
আর সেই মানুষের প্রতি তোমার এত আক্রোশ!
সেই মানুষের অস্তিত্বনাশেই তোমার যত পরিতোষ!
তবে শেষ বিকেলের মানুষের প্রতি তুমি নির্দয় বেশী,
তুমি কি শুধুই নতুন প্রজন্মে বিশ্বাসী?

করোনা, বিশ্বায়নের মাঝে তুমি দেখেছিলে এক নতুন ভারসাম্য,
যেখানে মানুষে মানুষে তফাত থাকবে অতি সামান্য;
চেয়েছিলে যেরো-সাম গেমে নয়,
উইন-উইন'এ হবে মানুষের সমন্বয়।
সে দর্শন থেকে মানবসমাজ আজ বহু দূরে -
লোভ লালসা আর হিংসা বিদ্বেষে,

বিশ্ব দুয়ার আজ ভরে উঠেছে বিষাক্ত বাতাসে।
স্বীকার্য, আমার প্রজন্ম ব্যার্থ যতার্থ;
তাই বলে এত অবহেলা মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে খেলা?
প্রজন্ম পারবে তো পৌঁছতে অভীষ্ট লক্ষে আমাদের ব্যার্থগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে?
করোনা, তুমি যাও,
মানুষকে রেখে যাও!
যদি না থাকে মানুষ কে বাঁধবে সুর প্রকৃতির বাঁধনে?
কে গাইবে গান স্বর্গ-মর্তের সাধনে?
শতরঞ্জির শত রঙে কে রাঙাবে আপন ভুবন?
মানুষ ছাড়া পৃথিবী যে অন্ধ।।

২০-২৭ শে মার্চ, ২০২০, মেলবর্ণ